7

অর্থের মূল্য
(Value of Money)

★ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ★

অর্থ কাকে বলে, অর্থের কাজ, অর্থের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা অর্থের মূল্য সম্পর্কে আলোচনা করব। অর্থের মূল্য বলতে অর্থের ক্রয়ক্ষমতাকেই বোঝায়। অর্থের ক্রয়ক্ষমতা দ্রব্যসামগ্রীর দামের উপর নির্ভর করে। কীভাবে দামস্তরে পরিবর্তন পরিমাপ করা যায় তা আমরা দেখব। এছাড়া অর্থের মূল্য নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রাচীন অর্থনীতিবিদদের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি এবং কেইন্‌সের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তত্ত্বটি নিয়েও আমরা এই অধ্যায়ে আলোচনা করব। সবশেষে, অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে সমগ্র অর্থনীতির উপর তার প্রভাব কীরূপ হয় সেটিও আলোচিত হবে।

7.1 অর্থের মূল্য বলতে কী বোঝায়?
(What is Value of Money?)

আমরা জানি যে কোন একটি দ্রব্যের মূল্য অন্য দ্রব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। কোন একটি দ্রব্যের এক ইউনিটের বদলে অন্য দ্রব্য যত ইউনিট পাওয়া যায় সেটিই ঐ দ্রব্যের মূল্য। উদাহরণস্বরূপ এক ইউনিট X এর বদলে যত ইউনিট Y পাওয়া যায় সেটাই Y দ্রব্যের মাধ্যমে X দ্রব্যের মূল্য। অনুরূপভাবে আমরা দ্রব্যের মাধ্যমে অর্থের মূল্যকেও প্রকাশ করতে পারি। কোন দ্রব্যের মাধ্যমে অর্থের মূল্য বলতে আমরা বোঝাই এক ইউনিট অর্থের দ্বারা এই দ্রব্যটি কত ইউনিট পাওয়া যায়। **অর্থের মূল্য বলতে এক ইউনিট অর্থের ক্রয়ক্ষমতাকেই বোঝানো হয়ে থাকে। এক ইউনিট অর্থ দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য বা সেবাকার্য ক্রয় করা যায় সেটাকেই আমরা অর্থের মূল্য বলতে পারি।**

যদি অর্থের মূল্য পরিমাপ করতে হয় তাহলে অর্থের মূল্যকে কোন একটি দ্রব্যের মাধ্যমে পরিমাপ করতে হবে। এক একটি দ্রব্যের মাধ্যমে আমরা অর্থের এক একটি মূল্য পেতে পারি ; উদাহরণস্বরূপ যদি এক টাকা দিয়ে 100 গ্রাম চিনি পাওয়া যায় তাহলে এই 100 গ্রাম চিনি এক টাকার মূল্য। এখানে অর্থের মূল্য চিনির মাধ্যমে পরিমাপ করা হচ্ছে। আবার এক টাকা দিয়ে যদি 200 গ্রাম চাল পাওয়া যায় তাহলে 200 গ্রাম চালকে ধরতে হবে এক টাকার মূল্য। এখানে অর্থের মূল্য চালের মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে। এইভাবে আমরা অর্থের মূল্যকে বিভিন্ন দ্রব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি। যে দ্রব্যের মাধ্যমে অর্থের মূল্য প্রকাশিত হচ্ছে সেই দ্রব্যের দাম বাড়লে সম পরিমাণ অর্থের দ্বারা ঐ দ্রব্যটি কম পরিমাণ কেনা যায়। সুতরাং দ্রব্যের দাম বাড়লে অর্থের মূল্য হ্রাস পায়। আবার যদি ঐ দ্রব্যটির দাম কমে তাহলে সম পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ঐ দ্রব্যটি আগের চেয়ে বেশি পরিমাণ কেনা সম্ভব। তখন অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে **দ্রব্যের দাম এবং অর্থের মূল্যের মধ্যে একটি বিপরীত সম্পর্ক আছে। দ্রব্যের দাম যত বৃদ্ধি পায় অর্থের মূল্য তত কমে। অন্যদিকে দ্রব্যের দাম যত কমে অর্থের মূল্য তত বাড়ে।**

উপরের আলোচনায় আমরা ধরেছি যে অর্থের মূল্য বিভিন্ন দ্রব্যের মাধ্যমে পরিমাপ করা যায়। কোন্ দ্রব্যটিকে পরিমাপের একক হিসাবে আমরা গ্রহণ করছি তার উপর অর্থের মূল্য নির্ভর করে। আমরা আরও দেখেছি যে ঐ দ্রব্যটির দাম বৃদ্ধি পেলে অর্থের মূল্য কমে এবং ঐ দ্রব্যের দাম কমলে অর্থের মূল্য বাড়ে। এখন সমস্যা হল যে কোন্ দ্রবটিকে আমরা অর্থের মূল্যের পরিমাপক হিসাবে গ্রহণ করব? যেহেতু অর্থনীতিতে

অসংখ্য দ্রব্য আছে, সুতরাং অসংখ্য দ্রব্যের মাধ্যমে অসংখ্য রকমভাবে অর্থের মূল্য পরিমাপ করা যেতে পারে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য অর্থের মূল্যকে অন্য আর একরকম ভাবে পরিমাপ করা হয়। কেন **একটি বিশেষ দ্রব্যের মাধ্যমে অর্থের মূল্য পরিমাপ না করে সমস্ত দ্রব্যের গড়ের মাধ্যমে অর্থের মূল্যকে পরিমাপ করা হয়ে থাকে।** ধরা যাক বিভিন্ন দ্রব্যের দামের গড়কে আমরা দামস্তর হিসাবে গ্রহণ করছি। এই দামস্তর কোন একটি বিশেষ দ্রব্যের দাম নয়। বরঞ্চ এটি সমস্ত দ্রব্যের দামের গড়মাত্র। এই দামস্তর যত বাড়বে অর্থের মূল্য তত কমবে এবং এই দামস্তর যত কমবে অর্থের মূল্য তত বাড়বে। এই সম্পর্ক বোঝানোর জন্য আমরা ধরতে পারি যে অর্থের মূল্য দামস্তরের অন্যোন্যকের সঙ্গে সমান। অর্থাৎ অর্থের মূল্য $= \frac{1}{\text{দামস্তর}}$। যদি দামস্তরকে P দ্বারা চিহ্নিত করা হয় তাহলে অর্থের মূল্য হবে $\frac{1}{P}$ এর সঙ্গে সমান।

7.2 দামস্তরের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of the Price Level)

আমরা জানি যে সাধারণভাবে অর্থের মূল্য পরিমাপ করতে হলে আমাদের একটি দামস্তর পেতে হয়। এই দামস্তর বিভিন্ন দ্রব্যের দামের গড়মাত্র। এই দামস্তরের অন্যোন্যকের সঙ্গেই অর্থের মূল্য সমান হয়ে থাকে। এই দামস্তরের বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য।

প্রথমত, দামস্তর কোন একটি বিশেষ দ্রব্যের দাম নয়, এটি সকল দ্রব্যের দামের একটি গড়মাত্র। এই গড়টি সরল গড় (Simple average) হতে পারে অথবা গুরুত্বযুক্ত গড় (weighted average) হতে পারে। দামগুলির সরল গড় বলতে বোঝায় দ্রব্যের দামগুলি যোগ করে দ্রব্যের সংখ্যা দিয়ে ভাগ। অন্যদিকে গুরুত্বযুক্ত গড় বলতে বোঝায় প্রত্যেকটি দ্রব্যের দামকে সেই দ্রব্যের গুরুত্ব দিয়ে গুণ করে গুণফলগুলিকে যোগ করে সেই যোগফলকে মোট গুরুত্ব দিয়ে ভাগ করা। যদি বাজারে n সংখ্যক দ্রব্যের দাম যথাক্রমে P_1, P_2, P_3, ...P_n হয় তাহলে সরল গড় বলতে আমরা $\frac{P_1 + P_2 + P_3 \ldots + P_n}{n}$ কেই বুঝিয়ে থাকি। অন্যদিকে যদি আমরা ধরি যে P_1 দামের গুরুত্ব W_1, P_2 দামের গুরুত্ব W_2 এই রকমভাবে P_n দামের গুরুত্ব W_n, তাহলে গুরুত্বযুক্ত গড় হ'ল $\frac{P_1W_1 + P_2W_2 + P_3W_3 + \ldots + P_nW_n}{W_1 + W_2 + \ldots + W_n}$।

দ্বিতীয়ত, যখন কোন একটি দ্রব্যের দামকে আমরা প্রকাশ করি তখন সেই দ্রব্যের ক্ষেত্রে দ্রব্যটির ইউনিট পিছু দাম প্রকাশিত হয়। যেমন যখন আমরা বলি 1 কেজি চালের দাম 25 টাকা তখন চালের একক কেজি হিসাবে দামটি প্রকাশিত হচ্ছে। তেমনি যখন বলি 1 মিটার কাপড়ের দাম 100 টাকা তখন সেই ক্ষেত্রে কাপড়ের দামটি প্রকাশিত হচ্ছে মিটার এই একক ধরে। কিন্তু **দামস্তর যেহেতু সকল দ্রব্যের দামের গড়, সুতরাং দামস্তর কোন বিশেষ একটি এককের হিসাবে প্রকাশিত হয় না। অর্থাৎ দামস্তরে দ্রব্যের কোন একক থাকে না। তৃতীয়ত, অনেক সময়ে দামস্তরকে একটি বিশুদ্ধ সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়।** দামস্তর প্রকাশকারী এরকম বিশুদ্ধ সংখ্যাকে **দামসূচক** বলা হয়। **চতুর্থত,** কোন একটি দেশে অসংখ্য রকমের দ্রব্য এবং সেবাকার্য ক্রয়-বিক্রয় হয়। দামস্তর পরিমাপ করার সময়ে সমস্ত প্রকারের দ্রব্য বা সেবাকার্যের দামকে গ্রহণ করা যায় না। সেজন্য দামস্তর পরিমাপ করার সময়ে কয়েকটি নির্বাচিত দ্রব্য এবং সেবাকার্যের দামকে গ্রহণ করে তাদের গড় নির্ণয় করা হয়। **কাজেই দামস্তর কয়েকটি নির্বাচিত দ্রব্য এবং সেবা কার্যের গড় দাম হয়ে থাকে।** যদি ঐ নির্বাচিত দ্রব্যসামগ্রীর দাম পরিবর্তিত হয়, তাহলে এই গড় দামস্তরও পরিবর্তিত হয়। দামস্তরের পরিবর্তনের মাধ্যমে ঐ নির্বাচিত দ্রব্যসামগ্রীর গড় দাম কতটা পরিবর্তিত হ'ল সেটি দেখানো হয়। কীভাবে এই দামস্তর গঠন করা যায় সেটি নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব।

7.3 দামসূচক গঠন পদ্ধতি (Method of Constructing a Price Index Number)

দামসূচক এমন একটি সংখ্যা যার মাধ্যমে আমরা দামস্তরকে প্রকাশ করে থাকি। দামসূচক যত বাড়বে দামস্তর তত বাড়বে। অন্যদিকে দামসূচক যত কমবে দামস্তরও তত কমবে। দামসূচক গঠন করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি আছে। সেই পদ্ধতিটি আমরা এখন বর্ণনা করব।

দামসূচক নির্ণয় করার জন্য প্রথমেই আমাদের দুটি বছর নিতে হয়। একটি বছরকে আমরা বলি **ভিত্তি বছর** (Base year) এবং অপর বছরটিকে আমরা বলি **চলতি বছর** (Current year)। ভিত্তি বছরের তুলনায় চলতি বছরে দামস্তর কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে সেটাই আমরা পরিমাপ করে থাকি। **ভিত্তি বছরের দাম সূচককে সকল সময়ে 100 ধরা হয়।** চলতি বছরের দামসূচক থেকে এখন ভিত্তি বছরের তুলনায় চলতি বছরে দামস্তর কত ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে সেটি জানা যায়। ধরা যাক আমরা 2001 সালকে ভিত্তি বছর হিসাবে ধরলাম। তাহলে 2001 সালের দামসূচক 100। এখন ধরা যাক 2009 সালের দামসূচক আমরা নির্ণয় করব। এই দামসূচক নির্ণয় করার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। এই সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে যদি 2009 সালের দামসূচক 250 হয়, তার তাৎপর্য এই যে 2001 সালের তুলনায় 2009 সালে দামস্তর 150% বৃদ্ধি পেয়েছে। যদি কোন চলতি বছরে দামসূচক 200 হয় তার অর্থ এই যে ভিত্তি বছরের তুলনায় ঐ চলতি বছরে দামস্তর 100% বৃদ্ধি পেয়েছে।

দামসূচক নির্ণয় করার জন্য আমাদের কতকগুলি দ্রব্য বা সেবাকার্য নির্বাচন করতে হয়। কোন্ কোন্ দ্রব্যকে আমরা দামসূচক গঠন করার জন্য গ্রহণ করব সেটি দামসূচকটি কী কাজে লাগানো হবে তার উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ যদি দামসূচক গঠন করার উদ্দেশ্য কৃষি শ্রমিকদের জীবনযাত্রার ব্যয় কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে সেটি দেখা, তাহলে কৃষি শ্রমিকরা বেশি করে ভোগ করে এই রকম দ্রব্যগুলিকেই আমাদের সূচক সংখ্যা নির্ণয় করার সময়ে গ্রহণ করতে হবে।

যে দ্রব্যগুলিকে আমরা নির্বাচন করলাম সেই দ্রব্যগুলির দাম সম্পর্কে এখন আমাদের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিটি দ্রব্যের আমরা দুটি করে দাম পাব। একটি ভিত্তি বছরের দাম এবং একটি চলতি বছরের দাম। যদি ভিত্তি বছরের দামকে আমরা P_0 এবং চলতি বছরের দামকে আমরা P_n দ্বারা চিহ্নিত করি তাহলে $\frac{P_n}{P_0}$ কে বলা হয় দাম-অনুপাত বা দাম-আপেক্ষিক (Price relative)। এক একটি দ্রব্যের ক্ষেত্রে আমরা এক একটি এরূপ দাম আপেক্ষিক (Price relative) পেতে পারি। সমস্ত দ্রব্যের দাম আপেক্ষিকগুলিকে যদি আমরা গড় করি তাহলেই আমরা দামসূচক পেতে পারি। এই দামসূচককে শতকরা হিসাবে প্রকাশ করার জন্য এটিকে 100 দিয়ে গুণ দেওয়া হয়।

কীভাবে এই দামসূচক গঠন করা যায় তা একটি কাল্পনিক উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হ'ল। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা পাঁচটি দ্রব্য ধরে নিয়েছি। এই পাঁচটি দ্রব্যের প্রত্যেকটির আমরা দুটি করে দাম নিয়েছি। একটি ভিত্তি বছরের দাম এবং একটি চলতি বছরের দাম। নীচের তালিকায় প্রথম স্তম্ভে এই পাঁচটি দ্রব্যের নাম দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় স্তম্ভে এই দ্রব্যগুলির ভিত্তি বছরের দাম দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় স্তম্ভে দ্রব্যগুলির চলতি বছরের দাম দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ স্তম্ভে চলতি বছরের দাম ও ভিত্তি বছরের দামের অনুপাতকে প্রকাশ করা হয়েছে। এই অনুপাতগুলিকে 100 দিয়ে গুণ দিয়ে শতকরা হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছে। চতুর্থ স্তম্ভের তলায় এই শতকরা অনুপাতগুলির যোগফল এবং গড় বের করা হয়েছে। এই গড়টিই হল চলতি বছরের দামসূচক।

পরপৃষ্ঠার তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে **ভিত্তি বছরে দামস্তর** 100 হলে চলতি বছরে দামস্তর হবে 220। অর্থাৎ ভিত্তি বছরের তুলনায় চলতি বছরের দামস্তর 120% বৃদ্ধি পেয়েছে।

উপরের উদাহরণে দামসূচক নির্মাণ করার সময়ে আমরা প্রত্যেকটি দ্রব্যের দুটি দামের অনুপাত বা দাম-আপেক্ষিক বের করেছি এবং সেগুলির সরল গড় নির্ণয় করেছি। গড় করার সময় প্রত্যেকটি দ্রব্যের দাম পরিবর্তনকে যদি সমান গুরুত্বপূর্ণ ধরা হয় তাহলে সরল গড়ই করা উচিত। কিন্তু যদি বিভিন্ন দ্রব্যের গুরুত্ব বিভিন্ন হয় তাহলে সরল গড়ের পরিবর্তে গুরুত্বযুক্ত গড় করা উচিত। গুরুত্বযুক্ত গড়ের ক্ষেত্রে প্রতিটি দাম আপেক্ষিকের একটি করে গুরুত্ব ধরে নেওয়া হয়। যে দ্রব্যের গুরুত্ব বেশি তার গুরুত্ব হিসাবে একটি বড় সংখ্যাকে ধরতে হয় আবার যে দ্রব্যের গুরুত্ব কম সেই দ্রব্যের গুরুত্ব হিসাবে একটি ছোট সংখ্যাকে ধরতে

2009 সালের দামসূচক নির্ণয় (2001-কে ভিত্তি বছর ধরে)

দ্রব্যের নাম (ইউনিট)	2001 সালের দাম (P_0)	2009 সালের দাম (P_n)	$\frac{P_n}{P_0} \times 100$
চাল (কেজি)	4	6	$\frac{6}{4} \times 100 = 150$
ডাল (কেজি)	8	16	$\frac{16}{8} \times 100 = 200$
কাপড় (জোড়া)	50	150	$\frac{150}{50} \times 100 = 300$
মাছ (কেজি)	20	50	$\frac{50}{20} \times 100 = 250$
দুধ (লিটার)	3	6	$\frac{6}{3} \times 100 = 200$
			যোগফল = 1100

$$\therefore \text{গড়} = \frac{1100}{5} = 220$$

∴ 2009 সালের দামসূচক = 220 (2001 সালের দামসূচককে 100 ধরে)।

হয়। এইভাবে প্রতিটি দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি করে গুরুত্ব (weight) আমরা নিতে পারি। গুরুত্বযুক্ত দামসূচক কীভাবে গঠন করা যায় তা নীচের উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হ'ল। এই উদাহরণেও আমরা পাঁচটি দ্রব্য নিয়েছি। প্রত্যেকটি দ্রব্যেরই দুটি করে দাম আছে ঃ একটি ভিত্তি বছরের দাম (P_0) এবং একটি চলতি বছরের দাম (P_n)। চলতি বছরের দাম এবং ভিত্তি বছরের দামের অনুপাত (P_n/P_0) আমরা নির্ণয় করেছি। এই অনুপাতগুলি দাম-আপেক্ষিক। প্রতিটি দাম-আপেক্ষিকেরই একটি করে গুরুত্ব রয়েছে। দাম-আপেক্ষিকগুলিকে তাদের গুরুত্ব দিয়ে গুণ দিয়ে সেই গুণফলকে আমরা যোগ করেছি। এই যোগফলকে এখন গুরুত্বগুলির যোগফল দিয়ে ভাগ দিলেই আমরা গুরুত্বযুক্ত দামসূচক পাই। নীচের তালিকায় গুরুত্বযুক্ত দামসূচক কীভাবে গঠন করা যায় তা দেখানো হ'ল। এই তালিকার প্রথম স্তম্ভে দ্রব্যের নাম ও পরিমাপের একক প্রকাশ করা হয়েছে। দ্বিতীয় স্তম্ভে রয়েছে দ্রব্যগুলির ভিত্তি বছরের দাম (অর্থাৎ P_0)। তৃতীয় স্তম্ভে রয়েছে দ্রব্যগুলির চলতি বছরের দাম (অর্থাৎ P_n)। চতুর্থ স্তম্ভে দাম-আপেক্ষিকগুলি (P_n/P_0) প্রকাশ করা হয়েছে। এগুলিকে 100 দিয়ে গুণ করে শতকরা হিসাবে প্রকাশ করা হয়েছে। পঞ্চম স্তম্ভে বিভিন্ন দ্রব্যের গুরুত্ব (w)-কে প্রকাশ করা হয়েছে। ষষ্ঠ স্তম্ভে দাম-আপেক্ষিক ও গুরুত্বের গুণফলকে প্রকাশ করা হয়েছে। ষষ্ঠ স্তম্ভের যোগফলকে পঞ্চম স্তম্ভের যোগফল দিয়ে ভাগ দিয়ে আমরা গুরুত্বযুক্ত দামসূচক পেয়েছি।

2009 সালের গুরুত্বযুক্ত দামসূচক নির্ণয় (ভিত্তি বছর 2001)

দ্রব্যের নাম (একক) (1)	2001 সালের দাম (P_0) (2)	2009 সালের দাম (P_n) (3)	$\frac{P_n}{P_0} \times 100$ (4)	গুরুত্ব (w) (5)	$\frac{P_n}{P_0} \times w$ (4)×(5) = (6)
চাল (কেজি)	4	6	$\frac{6}{4} \times 100 = 150$	3	450
ডাল (কেজি)	8	16	$\frac{16}{8} \times 100 = 200$	2	400
কাপড় (জোড়া)	50	150	$\frac{150}{50} \times 100 = 300$	2	600
মাছ (কেজি)	20	50	$\frac{50}{20} \times 100 = 250$	2	500
দুধ (লিটার)	3	6	$\frac{6}{3} \times 100 = 200$	1	200
			যোগফল	10	2150

$$\therefore \text{ দামসূচক } = \frac{2150}{10} = 215$$

এক্ষেত্রে আমরা দামসূচক নির্ণয় করার জন্য যে পদ্ধতিটি গ্রহণ করেছি সেই পদ্ধতিটিকে বলা হয় **দাম আপেক্ষিকের গড় পদ্ধতি** (Average of relatives method)। দামসূচক গঠন করার যে এই একটিই পদ্ধতি আছে তা নয়। দামসূচক গঠন করার আরও অন্যান্য পদ্ধতিও আছে। তবে দাম আপেক্ষিকের গড় পদ্ধতিটি সব থেকে সহজ ও সরল পদ্ধতি। সেজন্য এই পদ্ধতিটিই আমরা গ্রহণ করেছি। দামসূচক গঠন করার জন্য রাশিবিজ্ঞানে আরও অনেক সূত্র (formula) আছে। সেই সমস্ত সূত্রের সাহায্যে আরও নানারকম উপায়ে দামসূচক নির্ণয় করা যায়। কিন্তু সেগুলি আমরা এখানে আলোচনা করছি না।

7.4. দামসূচক গঠনের সমস্যা
(Problems in the Construction of Index Number)

কোন একটি বছরে দামসূচক গঠন করার সময় আমাদের কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এই সমস্যাগুলিকে এখন আমরা আলোচনা করতে পারি।

প্রথমত, দামসূচক গঠন করার সময়ে আমাদের একটি ভিত্তি বছর ধরতে হয়। সেই ভিত্তি বছরের তুলনায় চলতি বছরে দাম কতটা বেড়েছে তাই দামসূচকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এখন **কোন্ বছরকে ভিত্তি বছর হিসাবে নির্বাচন করা হবে সেটি নির্ণয় করা সহজ নয়।** এ বিষয়ে মতবিরোধ থাকতে পারে। তবে ভিত্তি বছর হিসাবে এমন বছরকে ধরা উচিত যার কতকগুলি গুণ থাকে। যেমন **ভিত্তি বছরটি একটি স্বাভাবিক বছর হতে হবে** যে বছরে জিনিসপত্রের দাম মোটামুটি স্থিতিশীল থাকে। ভিত্তি বছরে দামস্তর যেন খুব বেশিও না হয়, খুব কমও না হয়। ভিত্তি বছরটি যদি অস্বাভাবিক বছর হয় অর্থাৎ ভিত্তি বছরেই দাম যদি খুব বেশি থাকে বা খুব কম থাকে তাহলে সেই ভিত্তি বছরের হিসাবে চলতি বছরে যে দামসূচক পাওয়া যায় তার সাহায্যে চলতি বছরের দামের পরিবর্তন সম্পর্কে নির্ভুল ধারণা করা সম্ভব হয় না। স্বাভাবিক বছর বলতে আরও বোঝায় যে ভিত্তি বছরে যেন কোন বড় রকমের প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা যুদ্ধ বিগ্রহ প্রভৃতি ঘটনা

না ঘটে। তাছাড়া ভিত্তি বছরটি যেন সুদূর অতীতে না হয়। **ভিত্তি বছরটি অদূর অতীতে হওয়া দরকার।** ভিত্তি বছরটি যদি সুদূর অতীতে হয় তাহলে একটি অসুবিধা দেখা দেয়। সেটি হল ভিত্তি বছর থেকে চলতি বছরের মধ্যে ক্রেতাদের রুচি এবং পছন্দ পরিবর্তিত হতে পারে। আবার চলতি বছরে এমন অনেক দ্রব্যসামগ্রী আবির্ভূত হতে পারে যেগুলি ভিত্তি বছরে ছিল না। অথবা এরকম হতে পারে যে, যে সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী ভিত্তি বছরে ছিল সেগুলি চলতি বছরে নেই। এখন সূচক সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য আমাদের এমন দ্রব্য সামগ্রীগুলি নির্বাচন করতে হবে যেগুলি ভিত্তি বছরেও রয়েছে আবার চলতি বছরেও রয়েছে। ভিত্তি বছরটি যদি অদূর অতীতে হয় তাহলেই আমরা এই ধরনের দ্রব্যসামগ্রী সহজেই নির্বাচন করতে পারি।

দ্বিতীয়ত, দামসূচক গঠন করার জন্য কোন্ কোন্ দ্রব্যের দাম পরিবর্তনকে দামসূচক নির্ণয়ে নেওয়া হবে সে বিষয়েও মতভেদ থাকতে পারে। সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীকে যদি আমরা নিতে চাই তাহলে দামসূচক গঠনের কাজটি খুব সময় সাপেক্ষ এবং শ্রমসাপেক্ষ হয়ে পড়ে। সেইজন্য সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীকে দামসূচক গঠনে ব্যবহার করা হয় না। পরিবর্তে কতকগুলি দ্রব্যকে নির্বাচন করে নেওয়া হয়। এখন কোন্ কোন্ দ্রব্যকে নেওয়া হবে সেটি দামসূচকটির উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করছে। যে উদ্দেশ্যে দামসূচকটি ব্যবহার করা হবে সেই উদ্দেশ্য অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রীগুলিকে নির্বাচিত করতে হবে।

তৃতীয়ত, দামসূচক গঠন করার সময়ে প্রত্যেক দ্রব্যের দুটি করে দাম নিতে হয়। একটি ভিত্তি বছরের দাম এবং অপরটি চলতি বছরের দাম। কিন্তু দাম বলতে আমরা খুচরা দামকেও বোঝাতে পারি আবার পাইকারি দামকেও বোঝাতে পারি। আবার একই দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন দাম প্রচলিত থাকতে পারে। সুতরাং কোন্ দামগুলিকে আমরা গ্রহণ করব সেটিও একটি সমস্যার ব্যাপার। এটিও দামসূচক গঠন করার উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ যদি দামসূচক গঠন করার উদ্দেশ্য হয় সাধারণভাবে দামস্তর কতটা পরিবর্তিত হয়েছে সেটি পরিমাপ করা, তাহলে আমরা পাইকারি দামগুলি গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় দাম পরিবর্তনের ফলে জীবনযাত্রার মান কতটা পরিবর্তিত হয়েছে তা পরিমাপ করা, তাহলে আমাদের উচিত হবে খুচরা দামকে গ্রহণ করা।

চতুর্থত, বিভিন্ন দ্রব্যের দাম বিভিন্ন হারে পরিবর্তিত হয়। এই বিভিন্ন হারগুলিকে গড় করে আমরা দামসূচকটি গঠন করি। এখন রাশিবিজ্ঞানে গড় নির্ণয় করার অনেক পদ্ধতি আছে যেমন গাণিতিক গড় (Arithmatic mean), জ্যামিতিক গড় (Geometric mean), মধ্যমা (Median), বিপরীত গড় (Harmonic mean) প্রভৃতি। আমাদের উদাহরণে আমরা গাণিতিক গড় পদ্ধতি গ্রহণ করেছি। কিন্তু অন্যান্য গড় পদ্ধতিও গ্রহণ করা যেতে পারে। এখন দাম আপেক্ষিকগুলিকে গড় করার জন্য কোন্ ধরনের গড় ব্যবহার করা হবে সেটিও একটি সমস্যার সৃষ্টি করে।

পঞ্চমত, গড় দুরকমের হতে পারে। একটি সাধারণ গড় এবং অপরটি গুরুত্বযুক্ত গড়। যে রাশিগুলির গড় নির্ণয় করা হচ্ছে সেগুলির প্রত্যেকটিকে যদি আমরা সমান গুরুত্বপূর্ণ ভাবি তাহলে সরল গড় নির্ণয় করা উচিত। কিন্তু বিভিন্ন রাশির গুরুত্ব বিভিন্ন হলে গুরুত্বযুক্ত গড়ই প্রকৃষ্ট গড়। বিভিন্ন দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের গড় করে যখন আমরা দামসূচক নির্ণয় করি তখন সমস্ত দ্রব্যের দাম পরিবর্তনকে আমরা সমান গুরুত্ব দিতে পারি না। বাস্তবে দেখা যায় যে, কোন দ্রব্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ আবার কোন দ্রব্য কম গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই বিভিন্ন দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের গড় করার সময়ে আমাদের বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন গুরুত্ব ধরতে হয়। এখন এই গুরুত্বগুলি আমরা কীভাবে ধরব সেটিও দামসূচক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একটি সমস্যার সৃষ্টি করে।

সবশেষে বলা যায় যে দামসূচক গঠনের একটি প্রধান অসুবিধা উপযুক্ত তথ্যের অভাব। অনুন্নত দেশে সকল সময়ে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় না। তথ্য সংগ্রহ করাও যথেষ্ট ব্যয়বহুল। উপযুক্ত তথ্যের অভাবও দামসূচক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একটি প্রধান সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়।

7.5. অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব
(The Quantity Theory of Money)

আমরা জানি যে সাধারণ দামস্তরে পরিবর্তন ঘটলে অর্থের মূল্য পরিবর্তিত হয়। দামস্তর যত বাড়ে অর্থের মূল্য তত কমে এবং দামস্তর যত কমে অর্থের মূল্য তত বাড়ে। এখন দামস্তর কেন পরিবর্তিত হয় সে সম্পর্কে দুটি তত্ত্ব আছে। একটি **অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব** (Quantity Theory of Money) এবং অপরটি **সঞ্চয়-বিনিয়োগ তত্ত্ব** (Saving-Investment Theory)। প্রাচীন অর্থনীতিবিদদের মতে দামস্তর পরিবর্তনের কারণ অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন। অর্থের পরিমাণ বাড়লে দামস্তর বাড়ে এবং অর্থের পরিমাণ কমলে দামস্তর কমে। এটিই অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মূল কথা। অন্যদিকে অধ্যাপক কেইনসের মতে কোন দেশের সাধারণ দামস্তর দেশের মোট সঞ্চয় এবং মোট বিনিয়োগের দ্বারা নির্ধারিত হয়। পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে সঞ্চয় অপেক্ষা বিনিয়োগ বেশি হলে দামস্তর বাড়ে এবং বিনিয়োগ অপেক্ষা সঞ্চয় বেশি হলে দামস্তর কমে। এটি সঞ্চয়-বিনিয়োগ তত্ত্বের মূল কথা। দামস্তরের পরিবর্তন সংক্রান্ত এই দুটি তত্ত্বকে আমরা একে একে আলোচনা করব।

অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব কতকগুলি অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অনুমানগুলি নিম্নরূপ : (1) অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে ধরা হয় **দেশে সকল সময়েই পূর্ণ কর্মসংস্থান রয়েছে।** পূর্ণ কর্মসংস্থানের বৈশিষ্ট্য এই যে এই অবস্থায় দ্রব্যসামগ্রীর যোগান আর বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। দ্রব্যসামগ্রীর যোগান সম্পূর্ণরূপে অস্থিতিস্থাপক। (2) দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থের পরিমাণ পরিবর্তন করে। **অর্থের পরিমাণ পরিবর্তন করার সিদ্ধান্ত আর্থিক কর্তৃপক্ষ স্বাধীনভাবে নিয়ে থাকে।** (3) **অর্থের প্রচলন বেগ** (velocity of circulation of money) একই আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। একটি টাকা একটি নির্দিষ্ট সময়ে যতবার হাত বদল হয় তাকেই বলা হয় অর্থের প্রচলন বেগ। ধরা যাক একটি দশ টাকার নোট এক বছরে পাঁচবার ব্যবহার হল। তাহলে এই 10 টাকার নোটটির সাহায্যে 50 টাকার লেনদেন করা সম্ভব হ'ল। এক্ষেত্রে অর্থের প্রচলন বেগ পাঁচ। দেশে মোট কত টাকার লেনদেন হচ্ছে সেটিকে দেশের মোট অর্থের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলেই অর্থের গড় প্রচলন বেগ পাওয়া যায়। অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে ধরা হয় যে **অর্থের গড় প্রচলন বেগ স্থির আছে।** (4) **অর্থ শুধুমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবেই ব্যবহৃত হয়।** জনসাধারণ অর্থ হাতে রাখে শুধুমাত্র খরচ করার জন্যই। মূল্যের সঞ্চয় হিসাবে অর্থ ব্যবহৃত হয় না।

এই চারটি অনুমানের ভিত্তিতে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বকে প্রকাশ করা হয়ে থাকে। **অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মূল বক্তব্য এই যে যদি এই চারটি অনুমান সত্য হয় তাহলে দেশে অর্থের যোগান যে হারে বাড়বে দামস্তরও সেই হারে বাড়বে।** দেশে অর্থের যোগান যদি দ্বিগুণ হয় তাহলে দামস্তরও দ্বিগুণ হবে। অর্থের যোগান যদি তিনগুণ হয় তাহলে দামস্তরও তিনগুণ হবে। সাধারণভাবে **অর্থের যোগান যে হারে বাড়ে দামস্তরও সেই হারে বাড়ে। অর্থের যোগান বৃদ্ধিই দামস্তর বৃদ্ধির কারণ হিসাবে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে ধরা হয়ে থাকে।**

অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটিকে দুটি উপায়ে প্রমাণ করা যায়। একটি ফিশারের সমীকরণের সাহায্যে এবং অপরটি কেমব্রিজ সমীকরণের সাহায্যে। এই দুটি তত্ত্বকে আমরা একে একে আলোচনা করব।

7.6. ফিশারের পরিমাণ সমীকরণ
(Fisher's Quantity Equation)

অধ্যাপক ফিশার একটি সমীকরণের মাধ্যমে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। এই সমীকরণটিকে ফিশারের সমীকরণ (Fisher's equation) বলা হয়। ফিশারের এই সমীকরণটি আসলে একটি অভেদ। অর্থাৎ এটি সকল সময়েই সত্য। ধরা যাক কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশে T পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন এবং বিক্রয় করা হচ্ছে। আরও ধরা যাক যে এই সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীর গড় দাম P। তাহলে PT হবে দেশের

মোট লেনদেনের আর্থিক মূল্য। মোট লেনদেনের আর্থিক মূল্যকে আর এক রকমভাবেও প্রকাশ করা যেতে পারে। ধরা যাক দেশের মধ্যে প্রচলিত মোট অর্থের পরিমাণ M এবং আরও ধরা যাক যে প্রতি ইউনিট অর্থ লেনদেনের কাজে একটি নির্দিষ্ট সময়ে V বার ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ ধরা যাক অর্থের গড় প্রচলন বেগ V। এখন যদি দেশে প্রচলিত মোট অর্থের পরিমাণ হয় M এবং যদি প্রতি ইউনিট অর্থ গড়ে V বার ব্যবহৃত হয় তাহলে ঐ নির্দিষ্ট সময়ে মোট লেনদেনের আর্থিক পরিমাণ হবে MV. সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মোট লেনদেনের আর্থিক মূল্যকে দুরকমভাবে পরিমাপ করা যেতে পারে। আমরা একদিকে বলতে পারি যে লেনদেনের মোট আর্থিক মূল্য PT ; আবার অন্যদিকে বলতে পারি যে লেনদেনের মোট আর্থিক মূল্য MV। যেহেতু PT এবং MV উভয়েই লেনদেনের মোট আর্থিক মূল্যকে প্রকাশ করছে, অতএব PT এবং MV অবশ্যই সকল সময়ে সমান হবে। অর্থাৎ $PT \equiv MV$ অবশ্যই হতে হবে। [≡ এই চিহ্নটি অভেদের চিহ্ন]।

অনেকে অবশ্য এটিকে অভেদ হিসাবে না দেখে এটিকে একটি সমীকরণ হিসাবে বিচার করতে চান। তাঁদের মতে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী বাজারে বিক্রির জন্য এসেছে তার আর্থিক মূল্য অর্থাৎ PT হবে অর্থের চাহিদা। অর্থের চাহিদা দ্রব্যসামগ্রী কেনা কাটার জন্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে কতটা অর্থ লাগবে তার সঙ্গে সমান কারণ আমরা ধরেছি যে অর্থ শুধুমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবেই ব্যবহৃত হয়। কাজেই যদি PT মূল্যের দ্রব্যসামগ্রী বাজারে বিক্রির জন্য উপস্থাপিত করা হয় তাহলে সেই পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী কেনার জন্য অর্থের চাহিদাও হবে PT। কাজেই PT হল অর্থের চাহিদা। আবার যদি দেশে M পরিমাণ অর্থ থাকে কিন্তু প্রতি ইউনিট অর্থ যদি লেনদেনের কাজে V বার ব্যবহৃত হয় তাহলে অর্থের কার্যকরী যোগান (Effective Supply) হবে MV। অর্থের যোগান M হলেও যেহেতু প্রতি ইউনিট অর্থ গড়ে V বার ব্যবহৃত হচ্ছে, কাজেই M পরিমাণ অর্থ দিয়ে MV পরিমাণ অর্থের কাজ পাওয়া সম্ভব। সেজন্য MV-কে অর্থের কার্যকরী যোগান বলা যেতে পারে। কাজেই $PT = MV$ এই সমীকরণের PT হল অর্থের চাহিদা এবং MV হল অর্থের যোগান। এইভাবেও ফিশারের সমীকরণটিকে অনেকে ব্যাখ্যা করতে চান।

যদি $PT = MV$ হয় তাহলে আমরা পাই $P = \frac{MV}{T}$ । এখন এই সমীকরণটি থেকে আমরা দেখতে পাই যে যদি V এবং T অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে M বাড়লে P বাড়বে এবং M কমলে P কমবে। শুধু তাই নয়, M যে হারে বাড়বে P ও সেই হারে বাড়বে এবং M যে হারে কমবে Pও সেই হারে কমবে। ফিশারের মতে দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় থাকলে উৎপন্ন দ্রব্যের যোগান স্থির থাকে। কাজেই পূর্ণ কর্মসংস্থান থাকলে T স্থির থাকবে। তাছাড়া আরও ধরা হচ্ছে যে অর্থের প্রচলন বেগ সকল সময়ে স্থির আছে। যদি অর্থের প্রচলন বেগ স্থির থাকে তাহলে V-এর মান পরিবর্তিত হবে না। তাছাড়া আরও ধরা হচ্ছে যে আর্থিক কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থের যোগান স্বাধীনভাবে বাড়ায় বা কমায়। অর্থাৎ M বাড়ানো বা কমানোর সিদ্ধান্তটি আর্থিক কর্তৃপক্ষ স্বাধীনভাবে নিয়ে থাকে। এখন যদি V এবং T স্থির থাকে এবং আর্থিক কর্তৃপক্ষ যদি M বাড়ায় তাহলে ফিশারের সমীকরণটি সিদ্ধ হওয়ার জন্য P-কে অবশ্যই বাড়তে হবে এবং M যে অনুপাতে বাড়ে Pও সেই অনুপাতে বাড়ে। আবার আর্থিক কর্তৃপক্ষ যদি M কমায় তাহলে সমীকরণটি সিদ্ধ হওয়ার জন্য Pকেও সেই অনুপাতে কমতে হবে। অর্থাৎ দেশে অর্থের পরিমাণ যে হারে পরিবর্তিত হবে দামস্তরও সেই হারে পরিবর্তিত হবে। **এইভাবে দেশের অর্থের পরিমাণ এবং দামস্তরের মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ এবং আনুপাতিক সম্পর্ক** (Direct and proportional relationship) **রয়েছে।**

অনেক সময়ে দেশে প্রচলিত মোট অর্থের পরিমাণকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় ঃ একটি হল জনসাধারণের হাতে প্রচলিত নগদ অর্থ এবং অপরটি হল ব্যাঙ্কের কাছে রক্ষিত আমানত অর্থ। যদি আমরা এই দুই ধরনের অর্থ ধরি তাহলে ফিশারের সমীকরণটি সামান্য পরিবর্তিত হয়। ধরা যাক M দেশের জনসাধারণের হাতে নগদ অর্থের পরিমাণ এবং সেই অর্থের প্রচলন বেগ V। আরও ধরা যাক যে ব্যাঙ্কের কাছে রক্ষিত আমানত অর্থের পরিমাণ M' এবং সেই অর্থের প্রচলন বেগ V'। তাহলে অর্থের কার্যকরী যোগান এখন হবে $MV + M'V'$.

ফিশারের সমীকরণটিকে এখন আমরা $PT = MV + M'V'$ এই রকমভাবে লিখতে পারি। যদি $PT = MV + M'V'$ হয় তাহলে আমরা পাই $P = \frac{MV + M'V'}{T}$। এখন যদি আমরা আগের মতই ধরি যে T স্থির আছে, টাকার প্রচলন বেগ V এবং V' স্থির আছে এবং যদি আমরা ধরি যে জনসাধারণের হাতে নগদ অর্থ এবং ব্যাঙ্ক আমানতের মধ্যে সকল সময়েই একটি নির্দিষ্ট অনুপাত বজায় রয়েছে, অর্থাৎ যদি M/M' এই অনুপাতটি সকল সময় স্থির থাকে, তাহলে দেখা যাবে যে M ও M' যে হারে বাড়বে Pও ঠিক সেই হারেই বাড়বে। অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটিকে তখনও আমরা পেতে পারি। তার কারণ ধরা যাক V এবং V' স্থির থাকা অবস্থায় M এবং M' উভয়েই দ্বিগুণ হ'ল। যদি M কে দ্বিগুণ করা হয় এবং সেই সঙ্গে M'কেও দ্বিগুণ করা হয় তাহলে M/M' এই অনুপাতটি একই রইল। এখন V ও V' একই থাকা অবস্থায় M এবং M' উভয়েই দ্বিগুণ হলে $MV + M'V'$ এই রাশিটির মানও দ্বিগুণ হয়। যদি T স্থির থাকে এবং $MV + M'V'$ দ্বিগুণ হয় তাহলে $\frac{MV + M'V'}{T}$ এই রাশিটির মানও দ্বিগুণ হয়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে নগদ অর্থ এবং ব্যাঙ্ক অর্থ এই দু'রকমের অর্থ যদি আমরা ধরি, যদি এই দুরকম অর্থেরই প্রচলন বেগ স্থির থাকে এবং যদি এই দু'রকম অর্থের মধ্যে সকল সময়েই একটি নির্দিষ্ট অনুপাত বজায় থাকে, তাহলে পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় থাকা অবস্থায় এই উভয় প্রকার অর্থের যোগান যে হারে বাড়বে দামস্তরও সেই হারে বাড়বে।

অধ্যাপক ফিশারের পরিমাণ তত্ত্বের বিরুদ্ধে কয়েকটি সমালোচনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমত, ফিশারের পরিমাণ তত্ত্বে যে অনুমানগুলি ধরা হয়েছে সেই অনুমানগুলি অবাস্তব। এই অনুমানগুলি সত্য হলে তবেই অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব সত্য হয়। উদাহরণস্বরূপ ফিশারের পরিমাণ তত্ত্বে ধরা হয়েছে যে, দেশে সকল সময়েই পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় রয়েছে। তার জন্য T-এর মান স্থির। যদি দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় না থাকে তাহলে T-এর মান স্থির থাকবে না। এখন যদি দেখা যায় যে M বাড়ার সাথে সাথে T ও বাড়ল, তাহলে $\frac{MV}{T}$ নাও বাড়তে পারে।

আবার অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে ধরা হয়েছে যে অর্থের প্রচলন বেগ বা V সকল সময়েই স্থির আছে। এই অনুমানটিও অবাস্তব অনুমান। যদি অর্থের প্রচলন বেগ পরিবর্তিত হয়, তাহলে অর্থের পরিমাণ বাড়লে দামস্তর নাও বাড়তে পারে। যেমন ধরা যাক M বাড়ল কিন্তু V কমল। তার ফলে MV নাও বাড়তে পারে। সে ক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ বাড়ার ফলে দামস্তর নাও বাড়তে পারে।

দ্বিতীয়ত, অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে ধরা হয় যে অর্থের কাজ শুধুমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবেই ব্যবহৃত হওয়া। অর্থাৎ জনসাধারণ অর্থ হাতে রাখতে চায় শুধুমাত্র দ্রব্যসামগ্রী কেনার জন্যই। মূল্যের সঞ্চয় হিসাবে অর্থ ব্যবহৃত হয় না। দেশে যে পরিমাণ অর্থ রয়েছে তার সমস্তটাই দ্রব্যসামগ্রী কেনার জন্য ব্যয় করা হয় বলে এই তত্ত্বে ধরা হচ্ছে। এই অনুমানটিও অবাস্তব। তার কারণ অর্থ শুধুমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবেই ব্যবহৃত হয় না। মূল্যের সঞ্চয় হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। এখন যদি দেশে অর্থের পরিমাণ বাড়ে কিন্তু সেই বাড়তি অর্থ জনসাধারণ দ্রব্যসামগ্রী না কিনে সঞ্চয় করে রাখে তাহলে দ্রব্যসামগ্রীর দামস্তর নাও বাড়তে পারে। সঞ্চয়ের মাধ্যম হিসাবে অর্থের কাজটিকে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে স্বীকার করা হয়নি।

তৃতীয়ত, অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে বলা হচ্ছে যে অর্থের পরিমাণ বাড়লে দামস্তর বাড়বে এবং অর্থের পরিমাণ কমলে দামস্তর কমবে। কিন্তু অর্থের পরিমাণ বাড়লে কীভাবে দামস্তর বাড়বে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। $MV = PT$ এই সমীকরণের সাহায্যে শুধু এইটুকুই দেখানো হয়েছে যে M বাড়লে P বাড়বে। কিন্তু কোন দেশে M বাড়লে তার অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া কীরূপ হয় এবং তার প্রভাবে কীভাবে দামস্তর বৃদ্ধি পায় সেই কার্যপ্রণালীটি এই তত্ত্বে ব্যাখ্যা করা হয় নি।

চতুর্থত, অধ্যাপক কেইনসের মতে জিনিসপত্রের দামস্তর শুধুমাত্র অর্থের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। এটি জিনিসপত্রের সামগ্রিক চাহিদা এবং সামগ্রিক যোগানের উপর নির্ভর করে। দ্রব্য সামগ্রীর সামগ্রিক

চাহিদা আবার দেশের মোট ভোগ ব্যয় এবং মোট বিনিয়োগ ব্যয়ের উপর নির্ভর করে। ভোগ ব্যয় এবং বিনিয়োগ ব্যয়ও আবার যথাক্রমে আয় স্তর এবং সুদের হারের উপর নির্ভর করে। দেশের জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি পেলে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং যদি সামগ্রিক যোগান অপরিবর্তিত থাকে তাহলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যদি সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে সামগ্রিক যোগানও বৃদ্ধি পায় তাহলে দামস্তর বৃদ্ধি নাও পেতে পারে। অধ্যাপক কেইন্‌সের মতে ফিশারের সমীকরণটি একমাত্র পূর্ণ নিয়োগ অবস্থাতেই সত্য হতে পারে। পূর্ণ নিয়োগ অবস্থাতে দ্রব্য সামগ্রীর সামগ্রিক যোগান আর বাড়ানো সম্ভব নয়। তখন অর্থের পরিমাণ বাড়লে যদি সামগ্রিক চাহিদা বাড়ে তবেই দামস্তর বাড়বে। কিন্তু অর্থের যোগান বাড়লে যে সামগ্রিক চাহিদা বাড়বেই তার কোন নিশ্চয়তা নেই। উদাহরণস্বরূপ, কেইনসের মতে যদি দেশে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় কিন্তু বাড়তি অর্থের সমস্তটাই জনসাধারণ নগদ অর্থ হিসাবে হাতে ধরে রাখে, বাড়তি অর্থ যদি দ্রব্যসামগ্রী কিনতে ব্যয় না করে, সেক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণ বাড়লেও সামগ্রিক চাহিদা বাড়বে না এবং দামস্তর বাড়বে না।

পঞ্চমত, অধ্যাপক ক্রাউথারের মতে দাম পরিবর্তনের দীর্ঘকালীন ব্যাখ্যা হিসাবে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বকে গ্রহণ করা যেতে পারে কিন্তু দাম পরিবর্তনের স্বল্পকালীন ব্যাখ্যা হিসাবে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বকে গ্রহণ করা যায় না। বাস্তব জীবনে দেখা যায় যে দামস্তর এবং উৎপাদনের পরিমাণ চক্রাকারে ওঠানামা করে। কখনও দামস্তর এবং উৎপাদন বাড়ে। তাকে বাণিজ্যচক্রের ঊর্ধ্বগতি বলে। আবার কখনও দামস্তর এবং উৎপাদনের পরিমাণ কমে তাকে বাণিজ্যচক্রের নিম্নগতি বলে। বাণিজ্যচক্রের এই ঊর্ধ্বগতি বা নিম্নগতি অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায় না। অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ বাড়ার জন্যই বাণিজ্যচক্রের ঊর্ধ্বগতি দেখা দিচ্ছে এবং অর্থের পরিমাণ কমার জন্য বাণিজ্যচক্রের নিম্নগতি দেখা দিচ্ছে সেটি বলা সম্ভব নয়।

ষষ্ঠত, অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে অর্থের পরিমাণের উপরেই অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু অর্থের মূল্য বা সাধারণ দামস্তর শুধুমাত্র টাকাকড়ির পরিমাণের উপরেই নির্ভর করে না। টাকাকড়ির পরিমাণ ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে পরিবর্তন ঘটার ফলেও দামস্তর পরিবর্তিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যদি শ্রমিকদের কর্মদক্ষতার পরিবর্তন ঘটে তাহলে উৎপাদন ব্যয় পরিবর্তিত হতে পারে এবং তার ফলে দামস্তর পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন যদি শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় তাহলে দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পায়। অনুরূপভাবে যদি দেশের শ্রমিকরা একত্রিত হয়ে শ্রমিক সংঘ গঠন করে এবং চাপ দিয়ে অধিক মজুরি আদায় করে তার ফলেও উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং তার প্রভাবেও দামস্তর বৃদ্ধি পায়। আবার যদি উৎপাদকদের একচেটিয়া ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় তাহলেও দাম স্তর বৃদ্ধি পেতে পারে। এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে শুধুমাত্র অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধিই দামস্তর বৃদ্ধির একমাত্র কারণ নাও হতে পারে। অর্থের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকা অবস্থায় অন্যান্য বিষয়ে পরিবর্তনের ফলেও দামস্তর পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত অন্যান্য বিষয়কে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে আদৌ ধরা হয়নি। অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের বক্তব্য এই যে শুধুমাত্র অর্থের পরিমাণের উপরেই দামস্তর নির্ভর করে। স্পষ্টতই এই বক্তব্য সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য নয়।

সপ্তমত, অনেকের মতে $MV = PT$ এটি কোন সমীকরণই নয়। বরঞ্চ এটি একটি অভেদ মাত্র। আমরা জানি যে MV এবং PT উভয়ই মোট আর্থিক লেনদেনকে প্রকাশ করে। একই জিনিসকে আমরা দুরকমভাবে পরিমাপ করছি বলে আমরা দুটি মান পাচ্ছি একটি PT এবং আর একটি MV। কাজেই PT এবং MV সকল সময়েই সমান। অর্থাৎ $PT \equiv MV$ এটি একটি অভেদ মাত্র। এখন অভেদের বৈশিষ্ট্য এই যে এটি চলরাশিগুলির সমস্ত মানের জন্যই সিদ্ধ হয়। সমীকরণকে সমাধান করে যেমন কোন একটি অজ্ঞাত রাশির মান নির্ণয় করা যায়, অভেদকে কিন্তু সেই রকমভাবে সমাধান করা যায় না। এটি সকল চলরাশির সকল মানের জন্যই সত্য। এখন যদি $PT \equiv MV$ একটি অভেদ হয় তাহলে এটি সমস্ত দামস্তরের জন্যই এবং সমস্ত অর্থের পরিমাণের জন্যই সত্য হবে। সুতরাং এই সমীকরণটি থেকে আমরা দামস্তর নির্ণয় করতে পারি না কারণ এটি সমীকরণই নয়।

এই সমস্ত ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ফিশারের পরিমাণ তত্ত্বটিকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। বাস্তবেও দেখা যায় যে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে দামস্তর বাড়ে। অর্থের পরিমাণের সঙ্গে দামস্তরের কিছুটা সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে, তবে সেই সম্পর্ক এত সহজ এবং সরল নয়।

7.7. কেম্‌ব্রিজ সমীকরণ (The Cambridge Equation)

কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অর্থনীতিবিদ্ যেমন মার্শাল, পিগু, রবার্টসন প্রভৃতি অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি অপর একটি সমীকরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। এই সমীকরণটি কেম্‌ব্রিজ সমীকরণ নামে পরিচিত। এই কেম্‌ব্রিজ সমীকরণটিকে $M = KPY$ এই রকম আকারে লেখা যায় যেখানে M মোট অর্থের যোগান, P দামস্তর, Y প্রকৃত জাতীয় আয় এবং K একটি ধ্রুবক। কেম্‌ব্রিজ অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে জনসাধারণ তাদের আয়ের একটি অনুপাত নগদ অর্থের আকারে হাতে রাখতে চায়। আয়ের যে অনুপাত জনসাধারণ অর্থের আকারে হাতে রাখতে চায় সেই অনুপাতটি K. ধরে নেওয়া হচ্ছে যে জনসাধারণ তাদের আয়ের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত অর্থ আকারে ধরে রাখতে চায়। অর্থাৎ K একটি ধ্রুবক। যেহেতু Y প্রকৃত আয় এবং P দামস্তর, তাহলে PY আর্থিক জাতীয় আয়। এই আর্থিক আয়ের K অনুপাত জনসাধারণ যদি অর্থ হিসাবে হাতে রাখতে চায়, তাহলে KPY হবে দেশে মোট অর্থের চাহিদা। অন্যদিকে M অর্থের যোগান। কাজেই $M = KPY$ এটি অর্থের চাহিদা এবং অর্থের যোগানের সমতা প্রকাশকারী সমীকরণ।

কেম্‌ব্রিজ সমীকরণেও আমরা তিনটি অনুমান ধরে নিচ্ছি।

প্রথমত, ধরা হয় যে দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান রয়েছে। পূর্ণ কর্মসংস্থান থাকার জন্য প্রকৃত জাতীয় আয় স্থির আছে। অর্থাৎ Y স্থির রয়েছে বলে ধরা হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, ধরা হচ্ছে যে জনসাধারণ তাদের আর্থিক আয়ের একটি নির্দিষ্ট অনুপাত অর্থের আকারে হাতে রাখতে চায়। এই নির্দিষ্ট অনুপাতটি K. আয়ের কতটা অংশ জনসাধারণ অর্থের আকারে হাতে রাখতে চায় সেটি জনসাধারণের খরচের অভ্যাসের উপর (Spending habits) নির্ভর করে। স্বল্পকালে এই অভ্যাস পরিবর্তিত হয় না এবং তার ফলে K স্থির থাকে বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে।

তৃতীয়ত, ধরা হচ্ছে যে দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ অর্থের যোগান স্বাধীনভাবে নির্ধারণ করে এবং অর্থের যোগান দামস্তর বা আয়স্তরের উপর নির্ভর করে না।

যদি এই তিনটি অনুমান সত্য হয় তাহলে আমরা দেখাতে পারি যে, অর্থের যোগান যে হারে বাড়বে দামস্তরও সেই হারে বাড়বে। যেহেতু K এবং Y স্থির আছে, সুতরাং M যদি বাড়ে তাহলে $M = KPY$ এই সমীকরণটি সিদ্ধ হওয়ার জন্য Pকে অবশ্যই সেই অনুপাতে বাড়তে হবে। এইভাবে কেম্‌ব্রিজ সমীকরণের মাধ্যমেও আমরা অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি প্রমাণ করতে পারি।

একটি ছবির সাহায্যেও আমরা কীভাবে অর্থের পরিমাণ বাড়লে দামস্তর বাড়ে সেটি দেখাতে পারি। ধরা যাক 7.1 নং রেখাচিত্রের অনুভূমিক অক্ষে আমরা অর্থের চাহিদা এবং অর্থের যোগান পরিমাপ করছি এবং উল্লম্ব অক্ষে আমরা অর্থের মূল্য বা, $\frac{1}{P}$কে পরিমাপ করছি। যদি অর্থের চাহিদাকে আমরা D_m দ্বারা চিহ্নিত করি, তাহলে $D_m = KPY$ বা, $\frac{D_m}{P} = KY$ হয়। যেহেতু K এবং Y উভয়ই স্থির অতএব D_m/P সকল সময়েই

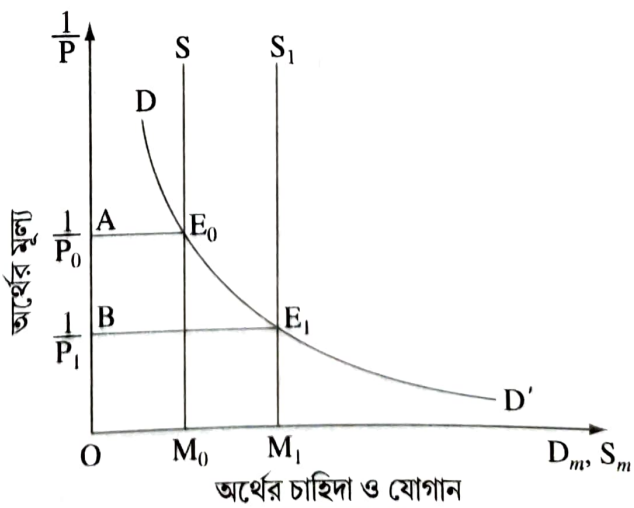

চিত্র 7.1

স্থির। অতএব রেখাচিত্রের একদিকে D_m এবং একদিকে $\frac{1}{P}$ পরিমাপ করলে অর্থের চাহিদা রেখাটিকে আমরা একটি নিম্নমুখী রেখা হিসাবে পেতে পারি। এই রেখাটি হবে একটি আয়তক্ষেত্রিক পরাবৃত্ত। তার অর্থ এই যে, এই রেখার উপর যদি আমরা একটি বিন্দু নিই এবং সেই বিন্দু থেকে যদি দুটি অক্ষের উপর দুটি লম্ব টানি তাহলে যে আয়তক্ষেত্রটি সৃষ্টি হবে সেই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সকল সময়েই একই থাকবে। এই ধরনের চাহিদা রেখার স্থিতিস্থাপকতার পরম মান সকল বিন্দুতেই এককের সঙ্গে সমান হয়। অর্থাৎ কেম্‌ব্রিজ অর্থনীতিবিদদের মতে অর্থের চাহিদা রেখাটি হবে একটি আয়তক্ষেত্রিক পরাবৃত্ত যার স্থিতিস্থাপকতার পরম মান সকল বিন্দুতেই এককের সঙ্গে সমান হয়। অন্যদিকে অর্থের যোগান আর্থিক কর্তৃপক্ষ স্বাধীনভাবে স্থির করে দেয় বলে আমরা ধরেছি। অর্থের যোগান যেহেতু দামস্তরের উপর নির্ভর করে না সুতরাং অর্থের যোগান রেখাটিকে আমরা একটি উল্লম্ব সরল রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি। পূর্ব পৃষ্ঠার ছবিতে DD' এই রেখাটি অর্থের চাহিদা রেখা এবং SM_0 এই রেখাটি অর্থের যোগান রেখা। চাহিদা রেখা এবং যোগান রেখা E_0 বিন্দুতে পরস্পর ছেদ করেছে। এই বিন্দুতে ভারসাম্য অর্থের মূল্য $\frac{1}{P_0}$। এবার ধরা যাক যে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেল। তাহলে অর্থের যোগান রেখাটি ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করবে। ধরা যাক S_1M_1 অর্থের নতুন যোগান রেখা। তাহলে অর্থের যোগান OM_0 থেকে বৃদ্ধি পেয়ে OM_1 হ'ল। নতুন যোগান রেখা চাহিদা রেখাকে E_1 বিন্দুতে ছেদ করেছে যেখানে অর্থের মূল্য $\frac{1}{P_1}$। ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে, $\frac{1}{P_1} < \frac{1}{P_0}$ $\therefore P_1 > P_0$. অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ বাড়লে দামস্তরও বাড়বে।

দামস্তর যে একই অনুপাতে বাড়বে সেটিও আমরা এইভাবে দেখাতে পারি। অর্থের চাহিদা রেখাটি একটি আয়তক্ষেত্রিক পরাবৃত্ত হওয়ার জন্য OAE_0M_0 আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $\frac{M_0}{P_0}$ এবং OBE_1M_1 আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $\frac{M_1}{P_1}$। অতএব, $\frac{M_0}{P_0} = \frac{M_1}{P_1} = KY$. যেহেতু $M_0/P_0 = M_1/P_1$, অতএব M বা অর্থের যোগান যে হারে বেড়েছে P বা দামস্তরও সেই একই হারে বেড়েছে।

কেম্‌ব্রিজ সমীকরণ এবং ফিশারের সমীকরণের মধ্যে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে দুটি বিষয়ে পার্থক্য দেখতে পাই।

প্রথমত, ফিশারের সমীকরণে আমরা V অর্থাৎ অর্থের প্রচলন বেগকে ধরে থাকি। অন্যদিকে কেম্‌ব্রিজ সমীকরণে আমরা V-এর পরিবর্তে K-কে গ্রহণ করেছি। K হল আয়ের যে অনুপাত নগদ অর্থের আকারে হাতে রাখা হয় সেটি। সহজেই দেখা যায় যে K এবং V এই দুটি পরস্পরের অন্যোন্যক। অর্থাৎ $K = \frac{1}{V}$ বা, $V = \frac{1}{K}$।

দ্বিতীয়ত, ফিশারের সমীকরণে আমরা মোট লেনদেন (T)-কে গ্রহণ করেছিলাম। তার পরিবর্তে কেম্‌ব্রিজ সমীকরণে আমরা প্রকৃত জাতীয় আয় (Y) কে গ্রহণ করেছি। কোন একটি দেশে যে পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রীর লেনদেন হয় সেই পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর সমস্তটাকেই জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হয় না। যে লেনদেনগুলিতে শেষ পর্যায়ের দ্রব্য (Final goods) হাত বদল হয় সেই লেনদেনগুলিকেই জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরা হয়। যেহেতু জাতীয় আয় সহজেই পরিমাপ করা যায় বা জাতীয় আয় সংক্রান্ত তথ্য সহজেই পাওয়া যায় সে জন্য জাতীয় আয়ের ধারণাটি মোট লেনদেনের ধারণার তুলনায় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কেম্‌ব্রিজ সমীকরণে জাতীয় আয়ের ধারণাটি মোট লেনদেনের ধারণার পরিবর্তে গ্রহণ করা হয়েছে।

অবশ্য আর এক দিক থেকেও আমরা ফিশারের তত্ত্ব এবং কেম্‌ব্রিজ তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি। ফিশারের সমীকরণে টাকাকড়ির যোগানের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেই সমীকরণে ধরা হয়েছিল যে জনসাধারণ তাদের সমস্ত অর্থটাই দ্রব্য সামগ্রী কিনতে খরচ করে। কোন অর্থই তারা হাতে রাখতে চায় না। অন্যদিকে কেম্‌ব্রিজ সমীকরণে অর্থের চাহিদার দিকটিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং

কীভাবে অর্থের চাহিদা আয়স্তরের পর নির্ভর করে সেটি এই তত্ত্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কেমব্রিজ সমীকরণে ধরা হয়েছে যে জনসাধারণ তাদের আয়ের একটি অনুপাত অর্থ হিসাবে রাখতে চায়। যে অনুপাতটি অর্থ হিসাবে তারা হাতে রাখতে চায় সেটি নির্দিষ্ট। এই অনুপাতের দ্বারাই অর্থেই চাহিদা নির্ধারিত হয়। কাজেই কেমব্রিজ সমীকরণে দেখা যাচ্ছে যে অর্থের চাহিদা শুধুমাত্র অর্থ ব্যয় করার জন্যই নয়। অর্থ হাতে রাখার জন্য চাহিদাও কেমব্রিজ সমীকরণে বিচার করা হচ্ছে।

কিন্তু এই পার্থক্যগুলি থাকলেও কেমব্রিজ সমীকরণ এবং ফিশারের সমীকরণ থেকে আমরা একই ফল পেতে পারি। উভয় সমীকরণ থেকেই আমরা দেখাতে পারি যে অর্থের যোগান যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে দামস্তর বাড়বে এবং অর্থের যোগান যে হারে বাড়বে দামস্তরও ঠিক সেই হারেই বাড়বে। অর্থাৎ অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি আমরা ফিশারের সমীকরণ থেকেও পেতে পারি আবার কেমব্রিজ সমীকরণ থেকেও পেতে পারি।

কেমব্রিজ সমীকরণটি ফিশারের সমীকরণ অপেক্ষা উন্নত। মার্শালের মতে অর্থের চাহিদা দেশের আর্থিক আয়ের উপর ও অন্যান্য সম্পদের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। পরবর্তীকালে অধ্যাপক কেইন্‌সও অর্থের চাহিদা নির্ধারণকারী বিষয়গুলির মধ্যে জাতীয় আয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। বস্তুতপক্ষে কেইন্‌সের নগদ পছন্দ তত্ত্বটি এই কেমব্রিজ সমীকরণেরই একটি উন্নত সংস্করণমাত্র।

কিন্তু কেমব্রিজ সমীকরণেরও কয়েকটি ত্রুটির কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি।

প্রথমত, ফিশারের তত্ত্বে যে সমস্ত অবাস্তব অনুমানগুলি ধরা হয়, সেই অবাস্তব অনুমানগুলি কেমব্রিজ সমীকরণেও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, এখানে আমরা ধরে নিচ্ছি যে দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান রয়েছে এবং জাতীয় আয় আর বাড়ানো সম্ভব নয়। দেশে যদি পূর্ণ কর্মসংস্থান না থাকে এবং যদি বেকার শ্রমিক ও অব্যবহৃত উৎপাদনের উপাদান থাকে তাহলে এই তত্ত্বটি কার্যকরী হবে না। তাছাড়া এই তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়েছে যে K একটি ধ্রুবক। এই অনুমানটিও বাস্তবসম্মত নয়।

দ্বিতীয়ত, অর্থের চাহিদা যে শুধুমাত্র আয়ের উপরেই নির্ভর করে না এটি যে সুদের হারের উপরেও নির্ভর করে সেই বিষয়টি এই তত্ত্বে বিচার করা হয়নি। কেইন্‌সের নগদ পছন্দ তত্ত্বে অর্থের চাহিদা জাতীয় আয় এবং সুদের হার উভয়ের উপরই নির্ভর করে। কিন্তু কেমব্রিজ সমীকরণে অর্থের চাহিদা শুধুমাত্র জাতীয় আয়ের উপরেই নির্ভরশীল। এটি সুদের হারের উপর নির্ভর করে না। অবশ্য অনেকে মনে করেন যে কেমব্রিজ সমীকরণে K-কে ধ্রুবক না ধরে এটিকে সুদের হার এবং অন্যান্য চলরাশির অপেক্ষক হিসাবে ভাবা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে অর্থের চাহিদা সুদের হারের উপরেও নির্ভরশীল হয়।

তৃতীয়ত, কেমব্রিজ সমীকরণে যে অর্থের চাহিদার কথা বলা হয়েছে সেই অর্থের চাহিদাটি একটি প্রবহমান ধারণা (flow concept)। আমরা জানি যে জাতীয় আয় একটি প্রবহমান ধারণা। এটিকে একটি বছরে পরিমাপ করা হয়। সেই জাতীয় আয়ের একটি অংশই অর্থের চাহিদা। সুতরাং অর্থের চাহিদা একটি প্রবহমান ধারণা। এটিকে একটি বছরে পরিমাপ করতে হবে। অন্যদিকে অর্থের যোগান একটি মজুতের ধারণা (Stock concept)। অর্থের যোগান আমরা একটি নির্দিষ্ট সময় বিন্দুতে (Point of time) পরিমাপ করতে পারি। কাজেই কেমব্রিজ সমীকরণে অর্থের চাহিদা এবং অর্থের যোগানের মধ্যে সময়গত সঙ্গতি নেই। অর্থের চাহিদা একটি নির্দিষ্ট বছরের কিন্তু অর্থের যোগান একটি নির্দিষ্ট দিনের। কাজেই তাদের মধ্যে অসঙ্গতি রয়েছে।

7.8. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তত্ত্ব
(Saving and Investment Theory)

অধ্যাপক কেইন্‌স্ প্রচীন অর্থনীতিবিদদের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বকে সমালোচনা করেছেন। কেইন্‌সের মতে অর্থের মূল্য বা দ্রব্য সামগ্রীর দামস্তর শুধুমাত্র অর্থের পরিমাণের উপরই নির্ভর করে না। পরিবর্তে দামস্তর দেশে উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর সামগ্রিক চাহিদা এবং সামগ্রিক যোগানের উপর নির্ভর করে। সামগ্রিক চাহিদা এবং সামগ্রিক যোগান আবার পরিকল্পিত সঞ্চয় ও পরিকল্পিত বিনিয়োগের পরিমাণের উপর নির্ভর

করে। কেইন্‌সের এই তত্ত্বটি সঞ্চয়-বিনিয়োগ তত্ত্ব নামে পরিচিত। কেইন্‌সের সঞ্চয়-বিনিয়োগ তত্ত্বটি আমরা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে পারি।

কেইন্‌সের মতে যখন পরিকল্পিত সঞ্চয় এবং পরিকল্পিত বিনিয়োগ পরস্পর সমান তখনই সামগ্রিক চাহিদা এবং সামগ্রিক যোগান পরস্পর সমান হয়। সামগ্রিক চাহিদা দেশের মোট ভোগ ব্যয় এবং মোট বিনিয়োগ ব্যয়ের সমষ্টিমাত্র। কাজেই ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি পেলে বা বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি পেলে সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে সামগ্রিক যোগান দেশে উৎপন্ন দ্রব্য সামগ্রীর পরিমাণের সঙ্গে সমান। যখন পরিকল্পিত সঞ্চয় এবং পরিকল্পিত বিনিয়োগ পরস্পর সমান হয় তখনই দ্রব্য সামগ্রীর সামগ্রিক চাহিদা এবং সামগ্রিক যোগান পরস্পর সমান হয়।

অধ্যাপক কেইন্‌সের মতে যদি সামগ্রিক চাহিদা সামগ্রিক যোগান অপেক্ষা বেশি হয় এবং যোগান যদি অস্থিতিস্থাপক হয় তাহলে দামস্তর বাড়বে। অন্যদিকে যদি সামগ্রিক যোগান সামগ্রিক চাহিদা অপেক্ষা অধিক হয় তাহলে দামস্তর কমবে। এখন যদি পরিকল্পিত বিনিয়োগ পরিকল্পিত সঞ্চয় অপেক্ষা অধিক হয় তাহলেই সামগ্রিক চাহিদা সামগ্রিক যোগান অপেক্ষা অধিক হয়। সেই সময় দেশের আয়স্তর এবং দামস্তর বাড়ে। অন্যদিকে যদি পরিকল্পিত বিনিয়োগ অপেক্ষা পরিকল্পিত সঞ্চয় বেশি হয় তাহলে সামগ্রিক যোগান সামগ্রিক চাহিদা অপেক্ষা বেশি হয় এবং সেই অবস্থায় আয়স্তর এবং দামস্তর কমে। সুতরাং দামস্তরে পরিবর্তন ঘটার জন্য সামগ্রিক চাহিদার পরিবর্তন ঘটা দরকার। সামগ্রিক চাহিদা বাড়লে তবেই দামস্তর বাড়ে। আবার সামগ্রিক চাহিদা কমলে তবেই দামস্তর কমে।

এখন অর্থের পরিমাণ বাড়লেই যে সামগ্রিক চাহিদা বাড়বে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। যদি অর্থের পরিমাণ বাড়ে কিন্তু সামগ্রিক চাহিদা না বাড়ে তাহলে অর্থের পরিমাণ বাড়া সত্ত্বেও দামস্তর বাড়বে না। আবার কেইন্‌সের মতে সামগ্রিক চাহিদা বাড়লেই যে আবার দামস্তর বাড়বে সেটিও নিশ্চিত করে বলা যায় না। কারণ যদি দ্রব্য সামগ্রীর সামগ্রিক যোগান রেখাটি একটি অনুভূমিক সরলরেখা হয়, অর্থাৎ যদি যোগান সম্পূর্ণরূপে স্থিতিস্থাপক হয়, তাহলে দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বাড়লেও দামস্তর বাড়বে না। চাহিদা বাড়লে চাহিদা রেখাটি ডানদিকে স্থান পরিবর্তন করবে। ফলে, মোট উৎপাদনের পরিমাণ বাড়বে কিন্তু দামস্তর বাড়বে না। আবার যদি সামগ্রিক যোগান রেখাটি ঊর্ধ্বমুখী হয়, সেক্ষেত্রে সামগ্রিক চাহিদা বাড়লে দামও বাড়বে আবার উৎপাদনও বাড়বে। যখন সামগ্রিক যোগান রেখাটি একটি উল্লম্ব সরলরেখা অর্থাৎ যখন যোগানের স্থিতিস্থাপকতার মান শূন্য তখনই কেবলমাত্র সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেলে শুধুমাত্র দামস্তরই বাড়বে এবং দ্রব্য সামগ্রীর যোগান অপরিবর্তিত থাকবে। দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় থাকলে সামগ্রিক যোগান রেখাটি এরূপ আকৃতির হয়ে থাকে। সুতরাং পূর্ণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেই অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি কার্যকরী হতে পারে।

তবে অধ্যাপক কেইন্‌সের মতে পূর্ণ কর্মসংস্থান হলেই যে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি কার্যকরী হবে সেটি নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। পূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি কার্যকরী হতে হলে আরও দুটি শর্ত পালিত হওয়া প্রয়োজন। **প্রথমত,** যে হারে টাকার যোগান বাড়বে সামগ্রিক চাহিদাকেও ঠিক সেই হারে বাড়তে হবে। অর্থাৎ টাকাকড়ির যোগান দ্বিগুণ হলে সামগ্রিক চাহিদাকেও দ্বিগুণ হতে হবে। **দ্বিতীয়ত,** অর্থকে শুধুমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবেই ব্যবহৃত হতে হবে। অর্থকে মূল্যের সঞ্চয় হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না। অন্যভাবে বলতে গেলে অলস অর্থের চাহিদা (Demand for idle balances) শূন্য হতে হবে। কেইন্‌সের মতে পূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় এই দুটি শর্ত যদি পালিত হয় তাহলেই অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি কার্যকরী হবে। অর্থাৎ সেই অবস্থায় অর্থের যোগান যে হারে বাড়বে দামস্তরও সেই হারে বাড়বে।

টাকার মূল্যের সঞ্চয়-বিনিয়োগ তত্ত্বটি আসলে কেইন্‌সের আয় এবং কর্মসংস্থান সংক্রান্ত সাধারণ তত্ত্বেরই একটা সংক্ষিপ্ত রূপ মাত্র। কেইন্‌সের আয় ও কর্মসংস্থান তত্ত্বের মূল বক্তব্য এই যে কোন দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সামগ্রিক চাহিদা এবং সামগ্রিক যোগানের উপর নির্ভর করে। সামগ্রিক চাহিদা এবং যোগানে

ভারসাম্য এলেই আয়স্তরে এবং দামস্তরে ভারসাম্য আসে। যখন পরিকল্পিত সঞ্চয় এবং পরিকল্পিত বিনিয়োগ সমান হয় তখনই সামগ্রিক চাহিদা এবং সামগ্রিক যোগান পরস্পর সমান হয় এবং তখনই অর্থনীতিতে ভারসাম্য আসে। কিন্তু সঞ্চয় এবং বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত দুটি পৃথক গোষ্ঠী নিয়ে থাকে। সঞ্চয়ের সিদ্ধান্ত নেয় ক্রেতারা বা পরিবারসমূহ। অন্যদিকে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় ফার্মগুলি। কাজেই দেশের পরিকল্পিত সঞ্চয় যে পরিকল্পিত বিনিয়োগের সমান হবেই তার কোন নিশ্চয়তা নেই। যদি সঞ্চয় অপেক্ষা বিনিয়োগ বেশি হয় তার ফলে সামগ্রিক চাহিদা সামগ্রিক যোগান অপেক্ষা বেশি হবে। সেইরকম অবস্থায় আয়স্তর এবং দামস্তর বাড়বে। আবার যদি পরিকল্পিত বিনিয়োগ অপেক্ষা পরিকল্পিত সঞ্চয় বেশি হয় তাহলে সামগ্রিক যোগান সামগ্রিক চাহিদা অপেক্ষা বেশি হবে। সেই সময়ে দামস্তর ও আয়স্তর কমবে। এইভাবে আয় এবং দামস্তরে বাণিজ্যচক্রজনিত ওঠা নামাকেও সঞ্চয় ও বিনিয়োগ তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। এর থেকে দেখা যায় যে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের তুলনায় সঞ্চয় বিনিয়োগ তত্ত্বটি উন্নততর।

7.9 অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলাফল
(Effects of an Increase in the Quantity of Money)

অর্থের পরিমাণ বাড়লে অর্থনীতির উপর ফলাফল কীরূপ হয় সেটি দুভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। একটি প্রাচীন অর্থনীতিবিদদের আলোচনা এবং অপরটি কেইন্‌সের তত্ত্ব অনুসরণ করে আলোচনা। এই দুটি দিককেই আমরা একে একে আলোচনা করব।

প্রাচীন অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে অর্থের পরিমাণ বাড়লে দামস্তর বৃদ্ধি পায় এবং অর্থের পরিমাণ যে অনুপাতে বাড়ে দামস্তর ঠিক সেই অনুপাতেই বাড়ে। অর্থের পরিমাণ বাড়লে দেশের প্রকৃত আয়স্তর, মোট উৎপাদন, সঞ্চয়, বিনিয়োগ, কর্মসংস্থান, সুদের হার প্রভৃতি বাস্তব বিষয়গুলি অপরিবর্তিত থাকে। অর্থের পরিমাণ বাড়লে শুধুমাত্র দামস্তর এবং আর্থিক মজুরি সমান অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। কীভাবে অর্থের পরিমাণ বাড়লে দামস্তর বৃদ্ধি পায় তার বিস্তৃত আলোচনা প্রাচীন অর্থনীতিবিদরা করেননি। তাঁরা অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের সাহায্যে বিষয়টি আলোচনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ ফিশার বা কেমব্রিজ সমীকরণের সাহায্যে বলা হয় যে, যদি দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান থাকে এবং যদি অর্থের প্রচলনবেগ একই থাকে তাহলে $MV = PT$ বা $M = KPY$ এই সমীকরণগুলি সিদ্ধ হওয়ার জন্য M যে হারে বাড়বে Pকেও সেই হারে বাড়া প্রয়োজন।

অবশ্য উইক্‌সেল (Wicksell) নামে একজন প্রাচীন অর্থনীতিবিদ কীভাবে অর্থের পরিমাণ বাড়লে সামগ্রিক চাহিদা বাড়ে এবং তার প্রভাবে দামস্তর বাড়ে তার একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। উইকসেলের বক্তব্য যখন অর্থের পরিমাণ বাড়ে তখন বাজারে সুদের হার (market rate of interest) কমে আসে। সুদের হার কমে এলে সঞ্চয় অপেক্ষা বিনিয়োগ বেশি হয়। পূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় সঞ্চয় অপেক্ষা বিনিয়োগ বেশি হলে দেশে সামগ্রিক যোগান অপেক্ষা সামগ্রিক চাহিদা অধিক হয়। তার ফলে বাড়তি চাহিদার জন্য দামস্তর বাড়তে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত অর্থের যোগান বাড়তে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রভাব কার্যকরী হয়। অর্থের পরিমাণ বাড়া যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন সামগ্রিক চাহিদা এবং সামগ্রিক যোগান আবার সমান হয়ে যায় এবং দামস্তর বাড়াও বন্ধ হয়ে যায়। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্‌দের ধারণা ছিল যে অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব শুধুমাত্র পূর্ণ নিয়োগ অবস্থাতেই কার্যকরী হয়। দেশে যদি বেকার সমস্যা থাকে বা অব্যবহৃত সম্পদ থাকে তাহলে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং ঐ অবস্থায় দামস্তর নাও বাড়তে পারে।

কেইন্‌সের তত্ত্ব অনুযায়ী অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে যে দামস্তর বৃদ্ধি পাবেই এটি বলা যায় না। ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্‌দের ধারণা ছিল যে দেশে সকল সময়েই পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বজায় রয়েছে। কিন্তু কেইন্‌স এই মতটি গ্রহণ করেননি। কেইন্‌সের মতে দেশে সকল সময়েই পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় রয়েছে এটি ঠিক নয়। দেশে যদি বেকার সমস্যা থাকে এবং যদি অব্যবহৃত সম্পদ থাকে তাহলে অর্থের যোগান বাড়লে দামস্তর না বেড়ে উৎপাদন এবং আয়স্তরও বাড়তে পারে। কেইন্‌সের মতে অর্থের যোগান বাড়লে অর্থের

বাজারে সুদের হার কমে আসে। সুদের হার কমে এলে বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আবার বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে একটি গুণক প্রভাব কার্যকরী হয় এবং তার মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি পায়। আয় বৃদ্ধি পেলে সামগ্রিক চাহিদা বাড়ে। দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পেলে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। তার ফলে কর্মনিয়োগও বৃদ্ধি পায়। যদি ধরা যায় যে অপূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় উৎপাদনের উপাদানগুলির যোগান সম্পূর্ণরূপে স্থিতিস্থাপক তা হলে যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ কর্মসংস্থান না আসে ততক্ষণ পর্যন্ত অর্থের পরিমাণ বাড়লে উৎপাদন সেই অনুপাতে বাড়বে এবং দামস্তর অপরিবর্তিত থাকবে। তবে যদি উৎপাদনের উপকরণগুলির যোগান সম্পূর্ণরূপে স্থিতিস্থাপক না হয়, এবং যদি উৎপাদনের উপকরণের বাজারে নানারূপ প্রতিবন্ধকতার জন্য উৎপাদন আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি না পায় তাহলে টাকাকড়ির যোগান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থার আগেই দামস্তর বাড়তে শুরু করতে পারে।

পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় যদি উৎপাদনের উপাদানগুলির যোগান সম্পূর্ণরূপে অস্থিতিস্থাপক হয়, তখন অর্থের যোগান বাড়লে সুদের হার কমবে ঠিকই কিন্তু দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন ও যোগান আর বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে না। এর ফলে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে দামস্তর সমান অনুপাতে বাড়বে। কেইন্‌সের মতে পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা চালু থাকলেই অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব কার্যকরী হয় (*"The quantity theory of money comes into its own during periods of full employment"*)। অধ্যাপক কেইন্‌স অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের একটি সংশোধিত রূপ বিবৃত করেছেন। অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটিকে কেইন্‌সের মতে এইভাবে প্রকাশ করা যায় ঃ **যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে বেকার সমস্যা থাকবে ততক্ষণ অর্থের পরিমাণ পরিবর্তন করার ফলে কর্মসংস্থান আনুপাতিক হারে পরিবর্তিত হবে। কিন্তু যখন পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা আসবে তখন অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে দামস্তরে আনুপাতিক বৃদ্ধি ঘটবে।** (*"So long as there is unemployment employment will change in the same proportion as the quantity of money and when there is full employment prices will change in the same proportion as the quantity of money."*)

অর্থের পরিমাণ এবং সাধারণ দামস্তরের মধ্যে যে সম্পর্কের কথা কেইন্‌স্ বলেছেন সেটি নীচের রেখা চিত্রের (চিত্র 7.2) মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এই রেখাচিত্রে আমরা অনুভূমিক অক্ষে অর্থের পরিমাণ এবং উল্লম্ব অক্ষে উৎপাদনকে পরিমাপ করছি। এই ছবিটি (চিত্র 7.2) থেকে দেখা যাচ্ছে যে অর্থের যোগান *OM* পর্যন্ত বাড়ালে মোট উৎপাদন সমান অনুপাতে বাড়তে থাকে। যখন অর্থের যোগান *OM* তখন মোট উৎপাদন *MQ*। এটি সর্বাধিক উৎপাদন যা পূর্ণ নিয়োগ অবস্থায় পাওয়া সম্ভব। যদি অর্থের যোগান *OM* অপেক্ষা আরও বৃদ্ধি পায় তাহলে মোট উৎপাদন আর বাড়ে না। এইজন্য মোট উৎপাদন রেখাটি এরপর থেকে অনুভূমিক অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল হয়ে থাকে। *OQP* রেখাটি মোট উৎপাদন রেখা এবং *QM* হল পূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় মোট উৎপাদনের পরিমাণ। যতক্ষণ পূর্ণ কর্মসংস্থান আসেনি ততক্ষণ মোট উৎপাদন রেখাটি মূল বিন্দুগামী সরলরেখা *OQ*. এই রেখার তাৎপর্য হ'ল যে অর্থের পরিমাণ যে হারে বাড়ছে মোট উৎপাদন সেই হারে বাড়ছে কিন্তু পূর্ণ কর্মসংস্থান আসার পর অর্থের পরিমাণ বাড়লেও মোট উৎপাদন বাড়ছে না। সেজন্য *QP* একটি অনুভূমিক সরলরেখা।

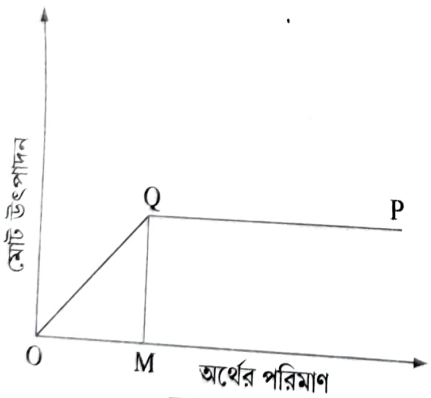

চিত্র 7.2

পর পৃষ্ঠার ছবিটির (চিত্র 7.3) অনুভূমিক অক্ষে আমরা অর্থের পরিমাণ এবং উল্লম্ব অক্ষে দামস্তর পরিমাপ করছি। এই ছবিটিতে *NRS* এই রেখাটি দাম রেখা। এই রেখাটির *NR* অংশটি অনুভূমিক এবং *RS*

এই অংশটি মূল বিন্দুগামী একটি সরলরেখা। আমরা ধরে নিচ্ছি যে অর্থের পরিমাণ OM পর্যন্ত বাড়ালে দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান আসে। যতক্ষণ পূর্ণ কর্মসংস্থান আসেনি ততক্ষণ দামস্তর অপরিবর্তিত রয়েছে। সেজন্য অর্থের পরিমাণ যতক্ষণ OM অপেক্ষা কম ততক্ষণ দামস্তরকে NR এই অনুভূমিক রেখাটির মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে। পূর্ণ কর্মসংস্থানের পর অর্থের পরিমাণ যদি বাড়ে তাহলে দামস্তর সমান অনুপাত বাড়বে। এই অবস্থায় দামস্তর রেখাটি হবে মূল বিন্দুগামী একটি সরলরেখা। RS এই সরলরেখাটি এই রকম একটি মূল বিন্দুগামী সরলরেখা। অর্থাৎ M বিন্দুর পর পূর্ণ কর্মসংস্থান যখন হয়েছে তখন অর্থের পরিমাণ যে হারে বাড়ছে দামস্তরও ঠিক সেই হারেই বাড়ছে।

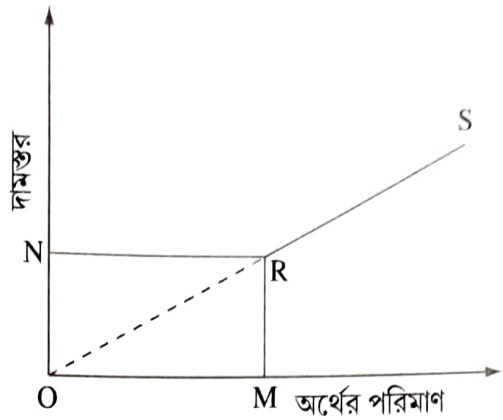

চিত্র 7.3

সারাংশ

1. **অর্থের মূল্য বলতে কী বোঝায় ঃ** অর্থের মূল্য বলতে এক ইউনিট অর্থের ক্রয় ক্ষমতাকেই বোঝানো হয়ে থাকে। এক ইউনিট অর্থ দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য বা সেবাকার্য ক্রয় করা যায় সেটাকেই আমরা অর্থের মূল্য বলতে পারি। দ্রব্যের দাম এবং অর্থের মূল্যের মধ্যে একটি বিপরীত সম্পর্ক আছে। দ্রব্যের দাম যত বৃদ্ধি পায় অর্থের মূল্য তত কমে। অন্যদিকে দ্রব্যের দাম যত কমে অর্থের মূল্যও তত বাড়ে। কোন একটি বিশেষ দ্রব্যের মাধ্যমে অর্থের মূল্য পরিমাপ না করে সমস্ত দ্রব্যের গড়ের মাধ্যমে অর্থের মূল্যকে পরিমাপ করা হয়ে থাকে। যদি সমস্ত দ্রব্যের দামের গড়কে দামস্তর বলা হয় তাহলে বলা যেতে পারে যে অর্থের মূল্য দামস্তরের অন্যোন্যকের সঙ্গে সমান।

2. **দামস্তরের বৈশিষ্ট্য ঃ** দামস্তরের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য। **প্রথমত,** দামস্তর কোন একটি বিশেষ দ্রব্যের দাম নয়। এটি সকল দ্রব্যের দামের একটি গড় মাত্র। **দ্বিতীয়ত,** দামস্তর কোন বিশেষ একটি এককের হিসাবে প্রকাশিত হয় না। অর্থাৎ, দামস্তরে দ্রব্যের কোন একক থাকে না। **তৃতীয়ত,** অনেক সময় দামস্তরকে একটি বিশুদ্ধ সংখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এইরকম বিশুদ্ধ সংখ্যাকে দামসূচক বলা হয়। **চতুর্থত,** দামস্তর কয়েকটি নির্বাচিত দ্রব্য এবং সেবাকার্যের গড় দাম হয়ে থাকে।

3. **দামসূচক গঠন পদ্ধতি ঃ** দামসূচক এমন একটি সংখ্যা যার মাধ্যমে আমরা দামস্তরকে প্রকাশ করে থাকি। দামসূচক যত বাড়বে। দামস্তর তত বাড়বে। অন্যদিকে দামসূচক যত কমবে দামস্তরও তত কমবে। দামসূচক নির্ণয় করার দুটি বছর নিতে হয়। একটি ভিত্তি বছর এবং আর একটি চলতি বছর। ভিত্তি বছরের দামসূচককে সকল সময়ই 100 ধরা হয়। ভিত্তি বছরের তুলনায় চলতি বছরে দামস্তর কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে সেটাই দামসূচকের মাধ্যমে জানা যায়। যে সমস্ত দ্রব্যকে আমরা দামসূচক গঠনের জন্য নির্বাচন করি তাদের চলতি বছরের দাম এবং ভিত্তি বছরের দামের অনুপাত বের করা হয়। এই অনুপাতকে দাম-আপেক্ষিক বলা হয়। এই দাম আপেক্ষিকগুলির গড় করেই আমরা দামসূচক নির্ণয় করতে পারি। এই গড়টি সাধারণ গড় অথবা গুরুত্বযুক্ত গড় হতে পারে। দাম আপেক্ষিকগুলির গড় করার অনেক পদ্ধতি আছে। বিভিন্ন পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন রকমভাবে দামসূচক নির্ণয় করা যায়।

4. **দামসূচক গঠনের অসুবিধা ঃ** দামসূচক গঠনের কতকগুলি সমস্যা বা অসুবিধা রয়েছে। **প্রথমত,** ভিত্তি বছর নির্বাচনের অসুবিধা। কোন্ বছরকে ভিত্তি বছর হিসাবে নির্বাচন করা হবে সেটি নির্ণয় করা সহজ নয়। ভিত্তি বছরটি স্বাভাবিক বছর হতে হবে এবং এটি অদূর অতীতে হতে হবে। **দ্বিতীয়ত,** দামসূচক গঠন করার জন্য কোন্ কোন্ দ্রব্যকে নেওয়া হবে সেটিও একটি সমস্যা। কোন্ কোন্ দ্রব্যকে নেওয়া হবে সেটি দামসূচকের উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে। **তৃতীয়ত,** নির্বাচিত দ্রব্যগুলির দাম নানারকম হয়ে থাকে। যেমন পাইকারি ও খুচরা দাম ; আবার দ্রব্যের বিভিন্ন মানের জন্য বিভিন্ন প্রকারের দাম বা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার দাম ইত্যাদি। কোন্ দামগুলি নেওয়া হবে সেটিও একটি সমস্যার সৃষ্টি করে। **চতুর্থত,** বিভিন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন